রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চারিত্রপূজা (প্রথম প্রকাশ –১৩১৪) নামক গ্রন্থের দ্বীতিয় প্রবন্ধের (বিদ্যাসাগর চরিত) নির্বাচিত অংশ, যা আজকের বৃহত্তর সমাজ ও বিশ্বভারতীতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

"তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রিতিদিন দেখিয়াছেন – আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না, যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমান বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমান আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স; এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বলহইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য"।...

উৎস- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *চারিত্রপূজা.* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ , ১৩১৪ (পুনর্মুদ্রণ -১৪০৫). বাংলা. পৃষ্ঠা – ৪০।

The following extract from the second essay *Vidyasagar Charit,* included in Rabindranath Tagore's *Charitrapuja,* is extremely relevant to contemporary society at large and Visva-Bharati in particular:

He received betrayal from those he had helped and was never granted an iota of cooperation from them. Every single day he realised that we begin, but never conclude our efforts; display pomp but do no actual work. What we celebrate we do not believe, that we believe we never fulfil. We can write volumes of rhetoric, but never display even a bit of self-sacrifice. We are content to exhibit our pride, without attempting to generate capability. We expect others to do our work, yet always criticise their faults. We are proud in imitating others and consider their favours as tokens of respect. Our politics is deceptive and the chief aim of our life is to be overwhelmed by our pretentious self-praise.

Source: Tagore, Rabindranath. *Charitrapuja*. Kolkata: Visva-Bharati, 1907. rpt. 2000. p. 40.